৮৩ দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ইতিহাসের আলোকে বাংলা ভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

মানুষ জন্মসূত্রে কোনো ভাষা ও তার উত্তরাধিকার নিয়ে আসে না। যে পরিবারে মানুষ জন্মায় ও লালিত-পালিত হয় সে পরিবারের ভাষাই সে শেখে এবং ক্রমক্রমে তা নিজের ভাষায় পরিণত হয়। জন্মের পর মানুষ মায়ের কোলে কিংবা ধাত্রীর কোলে লালিত-পালিত হয় এবং কালক্রমে বড় হয়ে ওঠে। এ কারণেই তার মায়ের মুখের, ধাত্রীর মুখের কিংবা পরিবার ও সন্নিহিত সমাজ পরিবেশের ভাষাই হয় তারও মাতৃভাষা। বস্তুতঃ মানুষ মায়ের মুখ থেকেই মূলতঃ ভাষা শেখে বলেই তার ভাষা মাতৃভাষারূপে অভিহিত ও পরিচিত হয়। মাতৃভাষা মানুষের অদ্বিতীয় সত্তার মতো। শৈশব থেকে যে ভাষা সে শেখে, মায়ের মুখ ও সন্নিহিত সমাজ-পরিবেশ থেকে যে ভাষার উত্তরাধিকার সে অর্জন করে, তাই আমৃত্যু তার সঙ্গী হয়ে যায়। মাতৃভাষা কোনো মানুষই সহজে বিস্মৃত হতে পারে না। প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ করা যায় বটে, কিন্তু মাতৃভাষা ত্যাগ করা যায় না। শৈশব থেকে শেখা মানুষের মাতৃভাষা তার সঙ্গে সবখানেই যায় এবং শুধু কথা বলারই নয়, চিন্তা-ভাবনা করার-এমনকি স্বপ্ন দেখারও অবলম্বন এবং সঙ্গী হয়ে থাকে। নিঃসঙ্গ অবস্থায়ও মানুষকে তার আশৈশবের সঙ্গী মাতৃভাষায়ই চিন্তা-ভাবনা করতে হয়, মাতৃভাষা ছাড়া তার পক্ষে ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব নয়, এমনকি মনে-মনেও নয়। অন্য কোনো ভাষায়, বিশেষতঃ তার মাতৃভাষা নয়-এমন বিদেশী ভাষায় মানুষ যখন কথা বলে কিংবা লেখে, তখনও তাকে তার নিজের মাতৃভাষায়ই মনে মনে তার রূপান্তর করে তবেই ঐ ভাষায় কথা বলতে কিংবা লিখতে হয়। যে কোনো বিদেশী ভাষা শেখা, পড়া ও লেখার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা এভাবেই মানুষকে সহায়তা করে। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, নিজের মাতৃভাষা যার ভালভাবে জানা ও আয়ত্তাধীন, যে নিজের মাতৃভাষায় পড়া এবং লেখার ক্ষেত্রে দক্ষ, তার পক্ষে বিদেশী ভাষা শেখা ও আয়ত্তে আনা, তাতে লেখা-অপেক্ষাকৃত সহজতর। মানুষের জীবনে মাতৃভাষার এমন ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বলেই নিজের মাতৃভাষা চর্চা, মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জন এবং তাতে লেখালেখির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলে থাকেন যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার সবচেয়ে উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যেহেতু মাতৃভাষাই মানুষের আশৈশব সঙ্গী এবং চিন্তা-ভাবনা করার, স্বপ্ন দেখার ও আত্মপ্রকাশের মাধ্যম, সে কারণেই মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ এমনকি উচ্চতর শিক্ষা অর্জনও অপেক্ষাকৃত সহজতর। কেননা, নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করলে সরাসরি তথা প্রত্যক্ষভাবেই শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন সম্ভব, এবং এতে বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ ও জ্ঞানার্জনের ব্যাপারের মতো বিদেশী ভাষাকে মনে মনে মাতৃভাষায় তর্জমা বা অনুবাদ করে শেখার বিড়ম্বনা পোহাতে হয় না। যেহেতু মাতৃভাষা প্রকাশের ও শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বাহন বা মাধ্যম, সে কারণে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাও সুপ্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার বাহন হবে, এ ভাষায়ই জনগণ শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করবে-এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা ভাষার হাজার বছরের [illegible]তাস এবং ঐতিহ্য থাকলেও [illegible]দের ভাষা সমৃদ্ধ ও [illegible]ত্যের উত্তরাধি- [illegible] হাজার বছরে [illegible]

সৌভাগ্য অর্জন করেনি, শিক্ষার এবং বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমও হতে পারেনি। বাংলা সাহিত্য ইংরেজ আমলেই বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন এবং রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের কল্যাণে বিশ্বস্বীকৃতি পেলেও, শিক্ষার বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হওয়ার সৌভাগ্য ও গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও ব্যাপকভাবে হতে পারেনি। ইংরেজী রাজকার্য, পরিচালনা, অফিস-আদালতের ভাষা এবং শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হয়ে থাকার ফলে, বাস্তব কারণেই বাংলায় শিক্ষা লাভ তো বটেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও হয়েছে বিশেষভাবে অবহেলিত। এর আরেকটি ঐতিহাসিক কারণ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবময় ইতিহাস হাজার বছরের হলেও বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস দু'শ বছরের বেশি নয়। বৃটিশ আমলেই মূলতঃ বাংলা গদ্যের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন। আর যেহেতু কাব্য প্রধানতঃ হৃদয়াবেগের ভাষা, এবং গদ্য দৈনন্দিন ব্যবহার ও জ্ঞান-চর্চার ভাষা, সে কারণে বাংলা গদ্যের বিলম্বিত উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন শিক্ষার বাহন বা মাধ্যম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার অবলম্বন হিসাবে বাংলা ভাষার যোগ্যতা ও স্বীকৃতি লাভের ব্যাপারটিও বিলম্বিত করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন না ঘটায়, হৃদয়াবেগ ও মনন-চিন্তনের ভাষা কাব্যেই জ্ঞান-চর্চাও করতে হয়েছে, যত সীমিত পরিসরেই হোক না কেন। বলাবাহুল্য, সে যুগে এমনকি বৃটিশ আমলের সূচনাকালেও, কাব্য বা পদ্যেই মূলতঃ প্রবন্ধ-নিবন্ধও রচনা করা হতো।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখলে বাংলা ভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষা লাভ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই রচনা, পাঠ্যবই রচনা ইত্যাদি কেন বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয় তা উপলব্ধি করা যাবে। ইতিহাসের প্রয়োজনেই উল্লেখ করতে হয় যে, বৃটিশ আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার চিন্তা-চেতনা এবং উদ্যোগ খুব একটা ব্যাপকতা লাভ করেনি। এমনকি, বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং পাঠ্যবই-বিশেষতঃ উচ্চতর শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যবই রচনার ভাবনা-চিন্তা ও উদ্যোগ তেমন জোর পায়নি। উল্লেখ্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা যায় কিনা এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও আলোচনার জন্য হিন্দু সমাজের বুদ্ধিজীবী ও বিশ্বজনমণ্ডলীর যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় তা ১৩৪৫ বাংলা সনে। সেকালের 'প্রবাসী' পত্রিকায় উক্ত সম্মেলনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা থেকে জানা যায় যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্মেলনে ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব না হলেও বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার, বাংলাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করার, বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই রচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর [illegible]। এই প্রেক্ষিতেই 'বিশ্ব[illegible] নামে এবং একটি [illegible] বাংলায় [illegible]-বিজ্ঞানে[illegible] [illegible] প্রকাশিত হয় [illegible]

এবং শিক্ষিত সাধারণ মানুষকেও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এ প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য এবং গুরুত্ব অবশ্যই আছে। তবে ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই সব ধরনের পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের মুখেও ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ও বিপুল আত্মত্যাগের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তি যুদ্ধের এবং ত্রিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মদানের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমাদের মাতৃভাষা বাংলা একাধারে জাতীয় ভাষা, রাষ্ট্রভাষা, অফিস-আদালতের ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম তথা উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা আমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বই শুধু নয়, জাতীয় দায়িত্বও বটে।

একদা বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করা যায় কিনা, বাংলা ভাষা শিক্ষার-বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে হতে পারে কিনা, সে-নিয়ে দ্বিধা সংশয় ও তর্ক-বিতর্ক ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সে-অধ্যায়ের একরূপ অবসান ঘটিয়েছে। বাংলা ভাষা যে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হতে পারে, বাংলা ভাষায়ও যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, পাঠ্যবই ইত্যাদি রচিত হতে পারে তা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। বস্তুতঃ, মাতৃভাষা প্রীতি, শ্রম ও নিষ্ঠা নিয়ে আত্মনিবেদিত হলে বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ, রূপান্তর এবং অধীত ও অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই রচনা করা যে কঠিন কিংবা অসম্ভব নয়, এর বহু বাস্তব উদাহরণ আমাদের দেশেও আছে। বাংলা ভাষায় রচিত এবং সরকারী-বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রকাশিত বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যবই-ই তার প্রমাণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং বিভিন্ন বিষয়ে রচিত অন্যান্য বইয়ের কথা বাদ দিয়ে শুধু যদি চিকিৎসা-শাস্ত্রবিষয়ক বইয়ের কথাই ধরা যায়, তা'হলেও দেখা যাবে যে, এক্ষেত্রেও অনেক আশাব্যঞ্জক ও প্রশংসনীয় উদাহরণ আছে। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় রচিত এবং প্রকাশিত ২৭টি নিবন্ধের সংকলন-গ্রন্থ 'কিডনী রোগ' শীর্ষক বইটির কথাই তরতাজা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে অনুষ্ঠানের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ও খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ ডাঃ নূরুল ইসলাম বইটিকে বাংলা ভাষায় ছাপানো রোগ-বিষয়ক ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বর্ণণা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও রাজনীতিবিদ এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী মাতৃভাষায় চিকিৎসা বিষয়ে বই লিখতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বাংলা ভাষায় চিকিৎসা ও রোগ সম্পর্কে বই লেখা ও প্রকাশ[illegible]কে মহৎ কাজ বলে উল্লেখ করেন।

[illegible]গণের স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ-প্রতিরোধ, সুচিকিৎসা ও নিরাময়ের [illegible]ঙ্গে তথা জীবন-মরনের সঙ্গে যে [illegible]স্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞান জড়িত, সেই চিকিৎসা-বিষয়ে মাতৃভাষায় এবং জনগণের বোধগম্য ভাষায় বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণের পক্ষে রাখে না, এবং এটা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের স্বাধীন দেশে যেখানে মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রীয় ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অধিষ্ঠিত, সেখানে বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সর্ববিষয়ক বইই ব্যাপকভাবে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, উচ্চশিক্ষাসহ সর্বস্তরের পাঠ্যবইও বাংলা ভাষায়ই রচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ও অন্যান্য বিষয়ক বই অনুবাদ ও রচনার ক্ষেত্রে পরিভাষার অভাব ও অন্তরায়ের কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে অভাব ও অন্তরায় অবশ্যই আছে। কিন্তু এই অন্তরায় কাটিয়ে উঠার জন্যও দরকার দৃঢ় মনোবল, শ্রম ও নিষ্ঠা। কেননা, বাংলায় লেখার ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী হলে এবং শ্রম ও নিষ্ঠায় পরানুখ না হলে পরিভাষা খুঁজে পাওয়া কিংবা প্রয়োজনীয় পরিভাষা তৈরী করে নেয়া একেবারে অসম্ভব অথবা কঠিন নয়। অন্যপক্ষে, মাতৃভাষা বাংলায় লেখার অভ্যাস না থাকলে, কিংবা পরিশ্রমে সে-অভ্যাস ও দক্ষতা গড়ে না তুললে, পরিভাষার ভান্ডার এমন কি পাহাড় সামনে হাজির থাকলেও বইপত্র লেখা যাবে না। অন্যপক্ষে উদ্যোগ, সদিচ্ছা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ইচ্ছা থাকলে পরিভাষা যদি না-ও মেলে, বিদেশী পরিভাষা, শব্দাবলী ইত্যাদি ব্যবহার করেও লেখা সম্ভব। বিদেশী 'টার্ম' মূল ভাষায় (বাংলা অক্ষরে) ব্যবহার করেও লেখা যেতে পারে। চিকিৎসা বিষয়ে মাতৃভাষায় বই লেখার ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য পরিভাষা ব্যবহার না করে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'টার্ম' গুলো বাংলায় রচিত বইয়ে হুবহু ব্যবহারের জন্য বাংলায় একাধিক চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব ধরনের বইপত্র রচনার ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। তবে সবচেয়ে যা' প্রয়োজন তা হলো মাতৃভাষাপ্রীতি, মাতৃভাষায় লেখার অভ্যাস ও দক্ষতা অর্জন। আমরা যদি মাতৃভাষা বাংলায় ভাবনা-চিন্তা করে এবং মনে-মনে অনুবাদের মাধমে বিদেশী ভাষায় অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন করতে পারি, তা'হলে বিদেশী ভাষা পড়ে তা বাংলায় অনুবাদ করতে পারবো না কেন, কেনইবা বিদেশী ভাষার বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষার সাহায্যে অর্জিত জ্ঞান অবলম্বন করে মাতৃভাষা বাংলায় গ্রন্থ রচনা সম্ভব হবে না? মনে রাখতে হবে, মাতৃভাষায় কথা বলা, আর পড়া ও লেখা এক কথা নয়। পড়ার জন্য শিক্ষা চাই, লেখার জন্যও চাই শিক্ষা, অভ্যাস, অনুশীলন ও দক্ষতা। অক্ষর জ্ঞান, সাক্ষরতা ও শিক্ষা থাকলে তবেই পড়া ও লেখার প্রশ্ন ওঠে, এবং অভ্যাসে দক্ষতা অর্জিত হয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং এই ভাষায় আমরা কথা বলি বলেই আমাদের বাংলা ভাষা পরিশ্রম করে পড়তে ও [illegible] হবে না, [illegible] সত্যটা যেন আম[illegible] না হ[illegible]

নাগ[illegible]